দখলদারি উচ্ছেদ করতে পারবে রেল

কলকাতা, ১৩ জুন (সংবাদ) ঃ নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি স্টেশন এলাকা থেকে বেআইনি জমি দখলদারদের উচ্ছেদ করতে পারবে রেল। রাজ্য সরকারকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট পাঠাতে হবে সেই উচ্ছেদের সময়। রেল তার বাহিনী দিয়ে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। বুধবার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা।

নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি স্টেশন এলাকায় রেলের জমি বহুদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রয়েছে অনেকেই। রেল তাদের উচ্ছেদ করতে চেয়েও না পেরে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। বছর দুয়েক আগে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি নির্দেশ দিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিয়ে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ করার। কিন্তু রেল ফের কোর্টে জানায়, রাজ্য সহযোগিতা করছে না। তখন আদালত রেল এবং রাজ্যকে নির্দেশ দেয়, দু-পক্ষের শীর্ষস্তরের অফিসারদের নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গড়ে জবরদখলকারীদের সরানোর সমাধান সূত্র বের করতে। কিন্তু রেলকে রাজ্য সরকার জানিয়ে দেয়, ওই জবরদখলকারীদের সরাতে গেলে রেলকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এছাড়া আইনশৃঙ্খলার কারণে রেল কর্তৃপক্ষ একা যাবে না জবরদখল উচ্ছেদ করতে। রাজ্য সরকারকে সঙ্গে নিতে হবে। এবার ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় রেল। বুধবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থা নির্দেশ দিয়েছেন, রেল ওই জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে পারবে নিজের বাহিনী দিয়েই। তবে উচ্ছেদের সময় রাজ্য সরকার একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবে ঘটনাস্থলে। সূত্রের খবর, এই উচ্ছেদের জন্য রেলকে কোনো পুনর্বাসন দিতে হবে না। যদিও এই ব্যাপারে রেলের তরফে স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি।

সংবর্ধনা

মানিকগঞ্জ, ১৩ জুন ঃ উচ্চমাধ্যমিকে জলপাইগুড়ি জেলার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সংগীতা রায়। বুধবার কৃতী এই ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙ্গা মনোহরপাড়ার ওই বাড়িতে যায়। সেখানে তার হাতে বই, কলম, ফুলের তোড়া তুলে দেয় তারা। আশ্বাস দেয় সাহায্যের।

জওয়ানের মৃত্যু

ইসলামপুর, ১৩ জুন ঃ বুধবার সন্ধ্যায় ইসলামপুর থানার কামারগছ সীমান্তে রাইফেলের গুলিতে এক বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু হল। মৃতের নাম বিজয় কুমার (২৭)। তিনি বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। ইসলামপুর থানার আইসি রাজেন ছেত্রী বলেন, এদিন এক জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর অনুমান, অসাবধানতাবশত তাঁর রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে এসে মৃত্যু হয়েছে ওই জওয়ানের।

কৃতী সংবর্ধনা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ জুন ঃ বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাধ্যমিকে কৃতী ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল ঘোকসাডাঙ্গা ছাত্র সংঘ। ছাত্র সংঘের পক্ষে ভাস্কর বর্মন জানান, এদিন ঘোকসাডাঙ্গা রেলস্টেশন সংলগ্ন মাঠে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ব্লকের ১০ জন কৃতীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? কোচকে বরখাস্ত করা কি বিশ্বকাপে স্পেনের হঠকারী সিদ্ধান্ত ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

প্রায় প্রতি বছর রাজ্যে কোনো না কোনো নির্বাচন থাকার জন্যই কি উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

বিজেপিতে নেতারা নিজেদের গুরুকে ছেঁটে ফেলেন। বাজপেয়ীজি, আদবানিজি, যশবন্ত সিংজি ও তাঁদের পরিবারকে হেনস্তা আসলে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃতিকে যেভাবে দেখেন তার পরিচয় দেয়।

–রাহুল গান্ধি

(মুম্বইয়ে দলীয় কর্মীদের সভায়)

আবহাওয়া

১৩ জুনের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৬.৬	২৫.৬
শিলিগুড়ি	৩৩.৫	২৬.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.৭	২৬.৯
কোচবিহার	৩৩.৭	২৬.১
আলিপুরদুয়ার	৩৩.৪	২৬.০
মালদা	৩৫.৩	২৬.৯
রায়গঞ্জ	৩৪.৭	২৬.৪
গ্যাংটক	২৩.৪	১৮.৪

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

এলইডি বাতি কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ শহরের বিভিন্ন এলাকায় এলইডি বাতি লাগানোর জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক বছরে খরচ হয়েছে প্রায় ২২ কোটি টাকা। কোন জায়গায় অত আলো লাগানো হল কিংবা কত পরিমাণ এলইডি বাতি কেনা হয়েছে তার সঠিক তথ্য দিতে পারছে না পুরনিগম। এমনই অভিযোগ তুললেন পুরনিগমের অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র পাল। তাঁর অভিযোগ, বহুবার অ্যাকাউন্টস কমিটির মিটিংয়ে হিসেব চাওয়া হলেও তা দেওয়া হয়নি। যদিও বিষয়টি মানতে রাজি নন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বিদ্যুৎ বিভাগে দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ আগের বোর্ডের আমল থেকে। বিভিন্ন সময় পুরনিগমের বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে মাসিক বোর্ডসভায় সরবও হন। কিন্তু বারবার এই বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এলইডি বাতি নিয়ে এর আগেও পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর বর্তমান প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস সরব হয়। কেন বারবার এই বিভাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। অভিযোগ, বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহলে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে রফারও চেষ্টা হয়।

এদিন পুরনিগমের অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র পাল বলেন, 'কোনো অজ্ঞাতকারণে কমিটির মিটিং অনেক বলার পর কখনও চার মাস, কখনও সাত-আট মাস পরে ডাকা হয়। অথচ আমরা যাঁরা এই কমিটির সদস্য তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম প্রতিমাসে এই মিটিং করা হবে। কিন্তু ফিনান্স অফিসার ওই মিটিং ডাকতে গড়িমসি করেন। ওনার ইচ্ছামতো কমিটির মিটিং ডাকা হয়। এলইডি বাতি কেনা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। কারণ কোনো নামি কোম্পানি থেকে ওই বাতি কেনা হলে দাম কিছুটা কম পড়ে। কিন্তু তা না করে পুরনিগম একটি সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে ওই এলইডি বাতি কেনে। এতে বড়ো দুর্নীতি হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রামভজন মাহাতো বলেন, 'উনি ঠিক কথা বলেননি। আমাদের কাছে পুরো তথ্য আছে। উনি তো অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান। উনি তো মিটিংয়ে সব দেখেই নিতে পারবেন।' যদিও কৃষ্ণবাবুর পালটা জবাব, এই মাসে বোর্ডসভায় তুলে ধরার জন্য সব তথ্য আমি জোগাড় করেছি। কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে তা এবার বোর্ডসভায় জানাব।

এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার এদিন বলেন, 'গত তিন বছরে রাজ্য সরকার প্রায় ১০০ কোটি টাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমকে দিলেও মানুষের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে না। পুরনিগমে অভ্যন্তরীণ অডিট হয়নি। বহুবার বিষয়টি নিয়ে আমরা সরব হয়েছি, কিন্তু কিছুতেই ওই অডিট করা হয়নি। প্রতিটি বিভাগেই লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতি হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান বোর্ড নিশ্চুপ।'

বিরোধী নেতার অভিযোগ প্রসঙ্গে পুরনিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, বিরোধী দলনেতাকে আরও পড়াশোনা করতে হবে। সঠিক তথ্য যদি সত্যিই জানতে চান তাহলে পুর দপ্তর, শিলিগুড়ি পুরনিগমে আরটিআই করলেই তো হয়। সেক্ষেত্রে টাকা সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে যাবেন তাঁরা। সব জানতেও পারবেন। টাকা তো আর লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়।

বুধবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী। ছবি ঃ সমীর

হিউম পাইপটা না থাকলে যে কী হত, ভুলতে পারছেন না ওয়াদেদুর

নাগরাকাটা, ১৩ জুন ঃ ভাগ্যিস হিউম পাইপটা ছিল! নাগরাকাটার ত্রাস হয়ে ওঠা মাকনা হাতির হাত থেকে বরাতজোড়ে বেঁচে ফিরে এখন এ কথাই বলছেন সুলকাপাড়ার বাসিন্দা ওয়াদেদুর সরকার।

ঠিক কী হয়েছিল বছর চৌত্রিশের ওই যুবকের? তিনি জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার রাত তখন সাড়ে দশটা। খাওয়া-দাওয়া সেরে আর পাঁচটা রাতের মতো সে রাতেও একটু হাঁটার জন্য বেরিয়েছিলেন। গ্রামীণ এলাকা। তাই সুলকাপাড়ার মধ্য খয়েরবাড়ি গ্রামে ওয়াদেদুরদের বাড়ির আশপাশ তখন কার্যত শুনসান। হাতে ছিল মোবাইল ফোন। এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন ওয়াদেদুর। বাড়ি থেকে সবে দু-পা এগিয়ে উঠেছেন পিচ রাস্তায়। ঠিক তখনই সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। পালানো তো দূরের কথা, পেছন ঘোরার সময়ও তখন আর হাতে নেই। কিছু ভেবে ওঠার আগেই বিশাল মাকনা মুহূর্তের মধ্যে শুঁড়ের ধাক্কায় তাঁকে ফেলে দেয় রাস্তায়। ওয়াদেদুর ছিটকে গিয়ে পড়েন শুকনো একটি অগভীর নালায়। রাস্তা থেকে যার গভীরতা বড়জোর ফুট দুয়েক। ওয়াদেদুরের কথায়, 'এবারে হাতি শুঁড় বাগিয়ে আরেকটু এগিয়ে এল। প্রায় যখন ধরে ফেলবে, এমন সময় নজরে আসে যেখানে পড়ে আছি তার পাশেই রয়েছে একটা হিউম পাইপ। শরীরের সব শক্তি জড়ো করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ি পাইপের ভেতর। এরপর হাতিটা প্রায় আধঘণ্টা হিউম পাইপ নাড়াতে থাকে। যদিও আমার নাগাল আর পায়নি।'

ওয়াদেদুরকে নাগালে না পেয়ে মাকনাটি তখন চিৎকার করছিল। সেই আওয়াজে ছুটে আসেন আশপাশের বাসিন্দারা। তাঁদের প্রতিরোধে এরপর হাতিটি গ্রাম ছেড়ে পাশের গরুমারা জঙ্গলের পথ ধরে। তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি লতিফুল ইসলাম বলেন, 'যেভাবে ও বেঁচে ফিরেছে সেই গল্প শুনতে এদিন ওয়াদেদুরের বাড়িতে স্থানীয়দের ঢল নামে। গ্রামের অনেকে অবশ্য হাতিটিকে তাড়াতে গিয়ে তখনই ওই ঘটনা দেখে এসেছিল। হাতির ধাক্কায় ওয়াদেদুরের পিঠে চোট লেগেছে। তবে সে আঘাত মারাত্মক কিছু নয়।' ওয়াদেদুর বলছেন, 'পিঠে নয়। আঘাত এখন আমার মনে। এই ঘটনার কথা সারা জীবনে ভুলতে পারব না। হিউম পাইপটা না থাকলে যে কী হত তা ভাবলেই চোখে অন্ধকার দেখছি।'

বন দপ্তরের অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি বলেন, 'সুলকাপাড়ার ঘটনাটির কথা দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়েছি। যে মাকনাটির হাত থেকে ওই যুবক বেঁচে ফিরেছেন সেটিকে বাগে আনতে বনকর্মীদেরও হিমসিম খেতে হচ্ছে। নাগরাকাটা সহ ওই এলাকায় হাতি তাড়ানোর বিশেষ গাড়ি ঐরাবৎকে যাতে পাঠানো হয় সেই ব্যবস্থা করছি।'

আলিপুরদুয়ারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত

অসিত কর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জুন ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে চলেছে। সরকারিভাবে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সরকারি স্তরে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বুধবার এই খবর জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিদায়ি জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ করনম। তিনি জানান, 'সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে এই সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার জেলা প্রশাসন থেকে শীঘ্রই ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে পাঠানো হবে।' তিনি বলেন, 'জেলার কোথায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে সেটা এখনও ঠিক হয়নি। আশা করা হচ্ছে শীঘ্রই জায়গা চিহ্নিত হয়ে যাবে।'

সম্প্রতি সরকারের তরফে আলিপুরদুয়ারে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা ও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি পঞ্চায়েতের বাকলা এলাকা ঘুরে দেখেছেন। ওই দুটি এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন নিজেদের এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হোক। এনিয়ে একাধিক মহলে বিতর্কও হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই দুটি এলাকা চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। দুটি এলাকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা ও উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরির সিদ্ধান্তে আগের সেই বিতর্কের অবসান হতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ একটি এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে, অন্যটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনই প্রশাসনের কর্তারা মুখ খুলছেন না।

এদিকে, নিউ আলিপুরদুয়ারে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে পলিটেকনিক কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে। এবার জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রান্তিক এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সামনে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই নতুন এই জেলায় প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সরকারি সিদ্ধান্তে সব মহলেই খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পড়ুয়ারা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হবে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে শুনেছি। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি মিলেছে। শীঘ্রই জায়গা চিহ্নিত করে কলেজ স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।'

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন বালিকা বিদ্যালয়ের টিচার ইন চার্জ শ্রেয়সী দত্ত বলেন, 'এটা খুব ভালো খবর। আমাদের স্কুল সহ জেলার বহু পড়ুয়া জয়েন্ট দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বাইরে যায়। গত বছর কোচবিহারে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হয়েছে আমাদের কয়েকজন ছাত্রী। এখানে কলেজ চালু হলে প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের সবচেয়ে বেশি সুবিধে হবে।' আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত জানান, 'আমাদের পড়ুয়াদের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার ঝোঁক বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে জেলায় নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলে ভালো হবে। এতে এই এলাকার পড়ুয়াদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রবণতা বাড়বে।'

দুনিয়া কাঁপানো বত্রিশ দিন

প্রথম পাতার পর

আর যে গুন্ডারা ইউরোতে ঝামেলা বাধিয়েছিল, শুধু তারাই নয় আরও অনেক মার্কামারাদের আগে থেকে চিহ্নিত করার কাজটা শুরু হয়েছিল। ম্যাচ দেখতে গেলে যে ফ্যান আইডি লাগবে, তা বরাদ্দ হয়নি তাদের জন্য। ঝামেলা বাধালে হাজতবাস করতে হবে এই ভয়টা নরমে-গরমে ভালোমতোই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। আর জেনিথ, সিএসকেএ, স্পার্টাকের মতো দলের খেলায় উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের বাগে আনার কাজটা ভালোমতোই করে থাকে পুলিশ। বিশ্বকাপের দূত ভিক্টোরিয়া লোপয়েরেভা বলছিলেন, 'এখানে দর্শকরা লড়াই করবেন বলে ফুটবল দেখতে আসেন না। ফুটবলের মাধ্যমে সবাই একসূত্রে বাঁধা পড়বেন, সেটাকেই উপভোগ করতে, আনন্দে মাততে ও সুন্দর ফুটবল দেখার মানসিকতা নিয়েই রয়েছেন রুশরাও। বিশ্বের সবথেকে বড়ো মাপের ফুটবলাররা খেলতে নামবেন, আর মিলিয়ে নেবেন সবথেকে নিরাপদ বিশ্বকাপ উপহার দেবে রাশিয়া।'

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বিশ্বকাপের মাঝে চিন্তাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লেফট ব্যাক ড্যানি রোজ। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে তাদের রাশিয়ায় আসতে বারণ করে অনেকের শঙ্কা বাড়িয়েছিলেন তিনি। বর্ণবৈষম্যমূলক পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেভাবে সেটা তুলে ধরা হচ্ছে তেমনটা মোটেই নয়। গত সেপ্টেম্বরে জাতীয় দলের ম্যাচে বর্ণবিদ্বেষের ঘটনার জেরে ফিফা জরিমানা করেছিল রাশিয়াকে। এবারে বিশ্বকাপের সময়ে অপ্রীতিকর অবস্থা সামলাতে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্ট্যান্ডে উপস্থিত থাকবেন গুপ্তচররা। পরিস্থিতি বেগতিক হলেই তারা পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন। এতো গেল নিরাপত্তার বিষয়। রুশরা ঠিক কেমন, সেটা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে অন্তত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণাঙ্গ হলেও পল পোগবা, ওসমান ডেম্বেলে বা সাদিও মানের গুণমুগ্ধের সংখ্যা কিন্তু কম নয় রুশ তরুণদের মধ্যে। বিদেশিদের আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। স্পার্টাক সমর্থকরা কুইন্সি প্রোমেসকে ঘরের ছেলের মতো আপন করে নিয়েছিলেন। সিএসকেএ-তে ভাগনার লাভ, কেইসুকে হোন্ডা এবং লোকোমোটিভের চলতি মরশুমের খেতাব জয়ের দুই নায়ক ম্যানুয়েল ফার্নান্ডেজ ও জেফারসন ফারফান যথেষ্টই সমর্থকদের মনের কাছে।

ভদকা খেয়ে আর বাহারি শীতটুপি পরে ঘুরে বেরিয়ে দিনযাপনই রুশদের সবটা নয়। গতবছর কনফেডারেশনস কাপের সময়ে চিলি, মেক্সিকোর সমর্থকরা রুশদের সঙ্গে একত্রে মন খুলে আড্ডা মেরেছেন। দুই দেশের পতাকা গায়ে হাসিমুখে ভিনদেশি সমর্থকদের সঙ্গে ছবিতে ভরে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও আর্সেনাল সমর্থকরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন প্রতিবার। গত আটবছরে চারবার রাশিয়ায় খেলে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের খেলা দেখতে রাশিয়ার টিকিট নিশ্চয়ই সবার আগে তারাই কেটেছেন। পশ্চিমি দুনিয়ার মতো সহজে রুশরা মিশতে না পারলেও তাদের মনের উষ্ণতা ছুঁয়ে যাবেই। কিছুদিন একসঙ্গে কাটালেই গোটা দুনিয়া নিঃসন্দেহে বুঝবে রুশরা কতটা আপন করে নিতে পারে। কারণ, বিশ্বকে স্বাগত জানাতে নিজেদের সবটা হাসিমুখে মেলে ধরতে যে মুখিয়ে আছেন রুশরা।

দুর্নীতি রুখতে কড়া হচ্ছে খাদ্য দপ্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ দুর্নীতি রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য খাদ্য দপ্তর। প্রতিটি মিলে নিয়োগ করা হচ্ছে মিল ইনস্পেকটর। ফ্লাওয়ার মিলগুলিতে বসছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। র‍্যাশন দোকানে চালানো হবে বিশেষ অভিযান। দুর্নীতি দমনের জন্য রাজ্যস্তরে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ গোপন দল। সেই দলে কারা থাকবেন সেই খবর জানানো হবে না জেলা খাদ্য নিয়ামককেও। বুধবার উত্তরকন্যায় বৈঠক শেষে বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত র‍্যাশন ডিলারদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। সাবধান করা হয়েছে গোডাউন ইনস্পেকটরদেরকেও।

এদিনের বৈঠকে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার র‍্যাশন ডিলার, মিল মালিক, ডিস্ট্রিবিউটর, বিডিও, এসডিও সহ খাদ্য দপ্তরের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের কাছে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে বলে স্বীকারও করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। দুর্নীতি রুখতে কয়েকটি স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে খাদ্য দপ্তর। সেই ব্যবস্থার শীর্ষে থাকছে একটি গোপন নজরদারি দল। সেই দল সরাসরি মন্ত্রী এবং সচিবের নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে। ওই দলে কারা থাকবেন এবং দলটি কোথায়, কখন, কীভাবে কাজ করবে সেটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। জেলাস্তরের শীর্ষকর্তাদেরও দল সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া হবে না। দলটি বিভিন্ন ক্যাটিগোরির ইনস্পেকটর থেকে শুরু করে র‍্যাশন ডিলার- সকলের উপরই নজরদারি চালাবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের তালিকাভুক্ত মোট ৭১টি ফ্লাওয়ার মিল রয়েছে। এর মধ্যে দার্জিলিং জেলায় রয়েছে তিনটি মিল। সরাসরি নজরদারি চালাতে প্রতিটি মিলেই বসানো হচ্ছে চারটি করে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। জেলা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তর থেকে ওইসব ক্যামেরার মাধ্যমে মিলগুলিতে নজর রাখার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি আটা মিলে একজন করে মিল ইনস্পেকটর নিয়োগের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই দার্জিলিং জেলায় থাকা তিনটি আটা মিলে তিনজন ইনস্পেকটর নিয়োগ করা হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। দুর্নীতি রুখতে মিল ইনস্পেকটরদের ছয় মাস পরপর বদলি করা হবে। তাছাড়া মিল থেকে যে আটা সরবরাহ করা হবে দ্বিতীয় দফায় সেগুলির গুণগতমান যাচাই করবেন স্থানীয় বিডিও বা এসডিওরা। অর্থাৎ ইনস্পেকটদের কাজের উপর প্রশাসনিক নজরদারি রাখা হচ্ছে। শুধু মিল ইনস্পেকটর নয়, দুর্নীতি রুখতে গোডাউন ইনস্পেকটরদের উপর কড়া নজরদারি চালাবে খাদ্য দপ্তর। জ্যোতিপ্রিয়বাবু বলেন, 'গুদামগুলি থেকে যেসব মাল সরবরাহ করা হবে তার গুণগতমান যাচাই করে নিতে হবে গোডাউন ইনস্পেকটরদেরকেই। যদি খারাপ মাল সরবরাহ হয় তার দায় বর্তাবে ওই ইনস্পেকটরদের উপরই। আর সেটা আমরা বরদাস্ত করব না। সেইক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে গোডাউন ইনস্পেকটরের বিরুদ্ধে।'

খোলা থাকবে

মাদারিহাট, ১৩ জুন ঃ আগামী ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি বন্ধ থাকবে জলদাপাড়া সহ সমস্ত বনাঞ্চল। কিন্তু এবছর থেকে পর্যটন শিল্পের কথা মাথায় রেখে বাফার জোনে পর্যটকদের ঢোকার অনুমতি দেবে বন দপ্তর। জলদাপাড়ার দুটি জায়গা খোলা থাকবে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্র এবং মেন্দাবাড়ি খোলা থাকবে বর্ষাকালেও। রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন জানান, জঙ্গল বন্ধ থাকলেও এই দুটি জায়গায় পর্যটকরা যেতে পারবেন।

টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান হচ্ছেন অরুণকুমার রায়

নাগরাকাটা, ১৩ জুন ঃ টি বোর্ডের নতুন ডেপুটি চেয়ারম্যান হচ্ছেন অরুণকুমার রায়। তিনি আইপিএস আধিকারিক। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। ক্যাবিনেটের নিয়োগ-সংক্রান্ত কমিটি তাতে সিলমোহর দেয়। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। অরুণবাবু দুই বছর ওই পদে আসীন থাকতে পারবেন। তবে প্রয়োজনে তাঁর কাজের মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়াতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এতদিন পর্যন্ত এই পদে আইএএস আধিকারিকদের বসানোর রেওয়াজ ছিল।

নতুন স্থায়ী ডেপুটি চেয়ারম্যানের নাম ঘোষিত হওয়ায় খুশি উত্তরবঙ্গের চা শিল্প মহল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর টি বোর্ডের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এর আগে বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে একজন শীর্ষ আমলাকে বসানো হত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ওই বিধি বদল করে অসমের বিশিষ্ট চা শিল্পপতি প্রভাতকমল বেজবড়ুয়াকে চেয়ারম্যান করে। ফলে এখন টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটি আলংকারিক বলেই চা শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা জানান। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'গত কয়েকবছর ধরে স্থায়ী ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে কেউ নিযুক্ত না হওয়ায় আমরা উদ্বেগে ছিলাম। এখন তা দূর হয়েছে।' টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'পাকাপাকিভাবে ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ায় চা শিল্পকেন্দ্রিক পরিকল্পনার কাজে গতি আসবে।' ডিবিআইটিএর তরফে সুমন্ত গুহঠাকুরতা বলেন, 'এর ফলে টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ দ্রুতগতিতে হবে। ফলে চা শিল্পই আখেরে উপকৃত হবে।'

ছাঁটাই স্প্যানিশ কোচ

প্রথম পাতার পর

গতকালই রিয়ালের কোচের পদে তার তিনবছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার খবর সামনে আসতেই চটে যায় স্প্যানিশ ফুটবলের সর্বময় নিয়ামক সংস্থা।

গতকাল রাতে রিয়ালের ঘোষণার পরে এদিন সকাল থেকে স্পেন শিবিরের ডামাডোল চরমে ওঠে। সকালেই জানিয়ে দেওয়া হয় স্পেনের পক্ষ থেকে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে। মাঝে অবশ্য লোপতেগুইয়ের পক্ষে সওয়াল রেখে তাকে স্পেনের কোচ হিসেবে রেখে দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা চালান সার্জিও র‍্যামোসের নেতৃত্বে কয়েকজন ফুটবলার। কানাঘুষো ওঠে ঝামেলা হলেও আরএফইএফ সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন লা রোজা ফুটবলাররা। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নাটকীয়ভাবে লোপতেগুইকে ছেঁটে ফেলার কথা জানিয়ে দেয় রুবিয়ালেস। তিনি জানিয়েছেন, 'বিশ্বকাপ শুরুর দু'তিন দিন আগে এরকম কাজ করাটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। জুলেন খুবই পেশাদার, ওর কোচিং স্টাইলও দুরন্ত। কিন্তু এভাবে ফেডারেশনকে অন্ধকারে রাখাটা মেনে নেওয়া যায় না। জুলেন স্পেনের জন্য যা করেছে তার জন্য ওকে ধন্যবাদ, তবে ওকে সরিয়ে দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে বাধ্য হলাম আমরা।'

২০১৬ সালের ইউরোর পরে ভিনসেন্ট দেল বস্কের স্থানে বসেছিলেন জুলেন লোপতেগুই। স্পেনের বিভিন্ন জুনিয়ার দলকে সাফল্য এনে দিয়ে লা রোজার সিনিয়র দলের দায়িত্বের রাস্তা খুলে গিয়েছিল তার কাছে। লোপতেগুইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একটাও ম্যাচে হারেনি স্পেন। টানা ২০ ম্যাচে লা রোজার প্রশিক্ষক হিসেবে অপরাজিত থাকার পরেও বিশ্বকাপের ঠিক আগে তার পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে ঘোষণাই কাল হল লোপতেগুইয়ের জন্য। এদিকে, জুলেন লোপতেগুইকে সরিয়ে তার স্থানে বসানো হচ্ছে ফার্নান্দো হিয়েররোকে। স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদ সামলাচ্ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার স্পেন দলকে প্রথমবার ক্রাসনোডারের বেস ক্যাম্পে কোচিং করাতে নামবেন হিয়েররো। আর শুক্রবার পোর্তুগালের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে স্পেনের কোচের পদে অভিষেক হবে তার। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে কোচকে ঘিরে এমন নাটকে স্পেন শিবিরের ফোকাস যে নড়ে যেতে বাধ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৪ সালের মতোই এবারেও যদি ২০১০ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তার পিছনে সবথেকে বড়ো কারণ হয়ে থাকবে 'লোপতেগুই ইস্যু'। আর ফেভারিট হয়ে রাশিয়ায় খেলতে যাওয়া লা রোজারা সব বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করতে পারলে, সেটাও হবে ঐতিহাসিক কীর্তি।

রিপোর্ট চান মন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

যে কারণে জেলাশাসক, খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চাষিদের জমির কাছাকাছি ক্রয়কেন্দ্র খুলে মাইকিং করে সরকারি মূল্যে ধান কেনার ব্যবস্থা করার জন্য।' খাদ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এফসিআইয়ের মাধ্যমে আমরা গত দু-মাসে প্রতিবেশী সিকিমকে ৪০০০ মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করেছি। এবার এফসিআইয়ের মাধ্যমে আর-এক প্রতিবেশী অসমকেও চাল রপ্তানি করতে চলেছি।' এদিনের বৈঠকে ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগান মালিক সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। চা বাগানে শ্রমিকদের যৌথ পরিবার ভেঙে নতুন পরিবার তৈরি হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, 'এই পরিবারগুলির নতুন র‍্যাশনকার্ড করা হবে। তাছাড়া বাগানগুলি অ-শ্রমিক পরিবারগুলিকে র‍্যাশন দেয় না। এবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে চা বাগানের অ-শ্রমিকদেরও ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ে ৩০১টি ন্যায্যমূল্যের র‍্যাশন দোকান হবে। যার মধ্যে ১২৬টি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। বাকিগুলির মধ্যে আরও ৪৮টি তৈরি আছে। জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এলে তিনি উদ্‌বোধন করবেন। এক-একটি র‍্যাশন দোকান তৈরিতে খরচ হয়েছে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা।' ফিউচার গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি করে খাদ্য দপ্তর রৌদ্রবৃষ্টি নামে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলেছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের একটি জেলা ও কলকাতার পর এবার উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও এই স্টোর হচ্ছে। বিভিন্ন নামি কোম্পানির চাল, ডাল, তেল, মশলা, ফাস্ট ফুড প্রভৃতি ৫০০ ধরনের সামগ্রী মিলবে এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। এসব সামগ্রী র‍্যাশন দোকান থেকেও মিলবে। এদিনের বৈঠকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া, দুই জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা, খাদ্য ও শ্রম দপ্তরের কর্তারা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, চা বাগান মালিকদের সংগঠন ও র‍্যাশন ডিলাররা উপস্থিত ছিলেন।

পেশাদারিত্বে উজ্জ্বল জার্মানি

প্রথম পাতার পর

তারকা গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে অনুশীলনে দেখে অবশ্য বোঝা গেল, তাঁর আর কোনো সমস্যা নেই। তাই তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠল না। তাঁর দলের বোয়েতাং এবং গুনোগাড়কে নিয়ে যে বিতর্কটা পাকিয়ে উঠেছিল সেটাও হেলায় ডজ করে গেলেন, 'ক্লাব ওকে কেন খেলায়নি তা ওর ক্লাব জানে। তাছাড়া ও শপিং করতে গিয়েছিল কিনা বা কী করছিল তা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর চোট নেই এটুকু আমি জানি।' বিশ্বকাপ হচ্ছে অথচ এখানকার মানুষের তেমন তাপ-উত্তাপ নেই এমন প্রশ্নও বারবার উঠল এদিন। রাশিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির এই বিষয়টা অবশ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে লো বলে দিলেন, 'বল গড়াতে দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। রাশিয়া-সৌদি আরব ম্যাচের পর দেখবেন বিশ্বকাপ যেমন হয় তেমনি চলছে।'

বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক মুখে মুখে কোচ তাড়াবার ঘটনা প্রায় বিরল। আর এরকম কাণ্ডই ঘটিয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। লোপেতেগুইয়ের এই বহিষ্কার অবশ্য চমকে দিয়েছে জার্মানি কোচকেও। লো-র মন্তব্য, 'এটা একেবারেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। নতুন যে কোচ হয়েছে সেই ফার্নান্দো হিয়েরো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। তবে বিষয়টা ওদের একান্তই নিজস্ব। তবে এটুকু বলতে পারি লোপেতেগুই থাকুন বা না থাকুন স্পেন সবসময়ই ভয়ংকর।' একইভাবে এখনই ব্রাজিল নকআউট স্টেজে প্রতিপক্ষ হবে কিনা তা নিয়েও বাড়তি মাথাব্যথা নেই লো-র। স্পেন পারুক বা না পারুক চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির কাঠিন্য এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে আশাবাদী হওয়ার লোক বড়ো কম নেই। আর তার জন্যই তো বারবার বিশ্বকাপে চলে আসেন হেরমুট স্নেইডারের মতো মানুষ। যাকে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জার্সি তুলে দিয়ে সম্মান জানালেন জোয়াকিম লো নিজেই।

গজলডোবা ৭ নম্বর এলাকায় দখল হচ্ছে সরকারি জমি। ছবি ঃ অনুপ সাহা

জমি দখলে চাঞ্চল্য

প্রথম পাতার পর

সহ বিশাল এলাকাজুড়ে সীমানাপ্রাচীর তৈরি করে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কাজ অনেকটাই এগিয়েও গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার শুভজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, সোমবার খবরটি জানতে পেরে ওই এলাকাটি ঘুরে দেখে এসেছি। এই কাজে জড়িত কয়েকজনের নামও জানতে পেরেছি। বিভাগীয় তদন্তের জন্য নামগুলো এখনও প্রকাশ্যে জানাতে না পারলেও ব্যারেজের জমি জবরদখল কাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাল থানায় এদিনই একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মহকুমাশাসক থেকে শুরু করে জেলাশাসকের দপ্তরেও লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিকারের আর্জি জানানো হয়েছে বলে শুভজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন। কিন্তু ঘটনা হল, পুলিশ প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও জমি পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা আদৌ গ্রহণ করা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে সরকারি আধিকারিক মহলেই। এপ্রিল মাসে গজলডোবা ৭ নম্বর এলাকার ২ বিঘা জমি জবরদখলের অভিযোগ জানানোর পরও আজ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়নি। রাজ্যের শাসকদলের ছত্রছায়ায় থেকে এক শ্রেণির জমি মাফিয়া দিনের পর দিন এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির সভাপতি তমাল ঘোষ বলেন, আন্দাঝোরা নদীর বুকে সীমানাপ্রাচীর ঘেরা বিশাল জমি জবরদখলের খবর শুনেছি। এ ধরনের কাজ দল একেবারেই অনুমোদন করে না। দলের নাম ভাঙিয়ে যারা এ ধরনের কারবারে জড়িয়ে পড়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশকে অনুরোধ করা হয়েছে। তারপরও ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে নিজেরাই লোকজন নিয়ে নদী ও ব্যারেজের জমি উদ্ধার করা হবে।